মহুয়া প্রতিহিংসার শিকার, মুখ খুললেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন-কাণ্ডে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ বাতিল হওয়া যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন এই প্রথম প্রকাশ্যে তাঁর বিষয়ে মুখ খুললেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার ও আদানি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন মহুয়া।"

তৃণমূলের এই শীর্ষ পর্যায়ের নেতার অভিযোগ, "এথিক্স কমিটিতে অনেকগুলি অভিযোগ পড়ে রয়েছে। আপনারা দেখেছেন নতুন সংসদ ভবনে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিদুরি কুকথা বলেছেন, সংসদের গরিমা নষ্ট হয়েছে। বিজেপির এমন বহু সাংসদ রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিসের শুনানি বকেয়া লোকসভার স্পিকারকে অনুরোধ করেছেন, এই গাফিলতি তদন্ত করে দেখতে।

এ দিকে, রাজনৈতিক সূত্রের খবর, কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে দলে নির্দেশ ছিল, মহুয়ার জন্য যেখানে যেমন প্রয়োজন, লড়ে যেতে। কৃষ্ণনগরের সাংসদের আদানি-বিরোধিতা এবং আদানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য ও নথি সংগ্রহের দিকটি কংগ্রেসের পক্ষে সুবিধাজনক। সূত্রের খবর, মহুয়াকে যেন লোকসভার টিকিট দেওয়া হয়, কংগ্রেসের তরফে এই বিশেষ অনুরোধও তৃণমূলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। চব্বিশের লোকসভার লড়াইয়ে তাঁকে খুবই প্রয়োজন।

কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরী আজ মুখ খুলেছেন মহুয়াকে নিয়ে। তিনি বলেন, "রাজ্যসভা ও লোকসভার সংসদ সদস্যপদ খারিজের মিছিল চলছে।

রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি সরকারের বিরোধিতা করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে, তা হলে তিনি সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কারের লক্ষ্য হয়ে পড়েন। আমার মনে হয়, মহুয়া নিজেই নিজের লড়াই লড়ার জন্য যথেষ্ট।''

রাজনৈতিক শিবিরের মতে, এই ঘটনার গোড়া থেকেই তৃণমূলের অবস্থান ছিল, কোনও মন্তব্য না করে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা। 'মহুয়া তাঁর নিজের লড়াই যে নিজে লড়ছেন' সেটা বার বার বলছিলেন তৃণমূলের অনেক শীর্ষ নেতাই। এ ব্যাপারে দলের কোনও কোনও নেতা প্রকাশ্যে মুখ খুললেও সেগুলিকে দলের বিবৃতি বলে গণ্য করা হয়নি। বরং কিছুটা দূরত্বই রাখা হয়েছে।

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপি-বিরোধিতা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেও মহুয়া নিয়ে কিছু বলেননি। আজ প্রথম বারের জন্য মুখ খুলতে দেখা গেল অভিষেককে। তবে তিনিও মহুয়া নিজের লড়াই লড়ার জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করায়, অনেকেই এ প্রশ্নও তুলছেন, তবে কি সূক্ষ্ম একটি দূরত্বই বজায় রাখলেন অভিষেকও।

রাজনৈতিক মহলের মতে, কোনও বিশেষ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই যদি মহুয়ার সাংসদ পদ বাতিল করা হয়, তা হলে স্থানীয় মানুষের আবেগ (বিশেষ করে তাঁর নির্বাচনী এলাকার) মহুয়ার দিকেই থাকবে। মোদী এবং আদানি বিরোধিতার কারণেই এই মাসুল

সংসদের ভিতরে তো আর সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। আর একটি বিশেষ শিল্প-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে গিয়ে রাহুল গান্ধী সদস্য পদ হারিয়েছিলেন। সেই একই শিল্পগোষ্ঠীর সমালোচনা করতে গিয়ে আর এক জন সাংসদ মহুয়া মৈত্রও সদস্য পদ হারাচ্ছেন।''

অধীরের অভিযোগ, ''যাঁরা এথিক্স কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা বলছেন, সাংসদ মহুয়া মৈত্র অনৈতিক কাজ করেছেন। তাঁরা নিজেরাই যে অনৈতিক কাজ করছেন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টের খবর আগেই চলে এসেছে।

খসড়া রিপোর্টে সদস্যেরা অভিমত জানান। পরে তার সংযোজন-বিয়োজন হয়। খসড়া রিপোর্টের ভিত্তিতে নোট জমা পড়ে এবং স্পিকারের কাছে যায়। তার পরে তা জনসমক্ষে আসে। তত ক্ষণ এটা গোপন থাকার কথা। এই গোপনীয়তা ভাঙছে কি করে? যাঁরা রিপোর্ট দিচ্ছেন, তাঁরাই প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তার মানে যাঁরা এথিক্স শেখাচ্ছেন, তাঁরা নিজেরাই আনএথিকাল কাজ করছেন।''

অন্য দিকে, বিষ্ণুপুরে একটি দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এ দিন মহুয়া প্রসঙ্গে বলেন, ''দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে ওই সাংসদ যে ধরনের হঠকারী ও দেশ-বিরোধী কাজ করেছেন, তাতে তাঁর সাংসদ পদ যাওয়াটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'' তাঁর দাবি, ''সংসদের মেয়াদ আর পাঁচ

তাকে দিতে হচ্ছে, এই বাতা যাবে। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই এই আবেগের বিরুদ্ধে যেতে চাইছেন না। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারও আজ এক্স হ্যান্ডলে প্রশ্ন তুলেছেন, এথিক্স কমিটির রিপোর্টে সিলমোহর পড়ার আগেই কী ভাবে তা জনসমক্ষে চলে এল? তিনি থেকে ছ'মাস। তাহ শুধু সদস্যপদ গেলেই হবে না। রাজ্যের মানুষ চায়, এই ধরনের প্রতারক (ফ্রড) সাংসদ যেন জেলে যায়।"

অভিষেক যে আজ মহুয়ার পক্ষে কথা বলেছেন, সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর কটাক্ষ, "যার নিজের পোশাক-বিলাস-ফ্যাশনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা থাকে, তার আবার বড় বড় কথা।"